Sanatan Dharma

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এর উৎপত্তি কি করে হল???

তাহলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যদি অশাস্ত্রীয় হয় তবে এর উৎপত্তি কি করে হল???

উত্তর □ যারা আসলেই ব্রাহ্মণ নয়., যাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবার বৈশিষ্ট্য ছিল না, সেই সব অত্যাচারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হবার ভেক ধরে মধ্যযুগে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাতিভেদ প্রথা দ্বারা সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনা থেকে বঞ্চিত করতো, লাঞ্ছিত হতে হতো নির্দোষ নিরিহ সাধারণ সনাতন হিন্দুদের। তাছাড়া তখন "মুসলিম" দের প্রভাব ছিল। তাই ব্রাহ্মণ দের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা "মুসলিম"দের প্ররোচনায় পড়ে ইসলাম মতবাদ গ্রহণ করে নিতে শুরু করেছিল।এটি রুখতে চৈতন্যদেব এগিয়ে এসেছিলেন, যিনি সমস্ত জাতিভেদ কে দূরে সরিয়ে সমস্ত সাধারণ সনাতনীদের কে সনাতন ধর্মতে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

মানুষ কে ভগবানের পথে চালিত করবার জন্য তৎকালীন সময়ে তিনি এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেন যা তৎকালীন সময়ে মানুষের ধার্মান্তকরণকে রোধ করতে পারে।

যাতে সনাতনধর্মীরা ধর্ম ত্যাগ না করেন এবং সংঘবদ্ধ হন। তিনি যেভাবে মানুষ কে মাতোয়ারা করতেন তার মূল কারন হল নাম সংকীর্তন। এই নামসংকীর্তনের শব্দ গুলি হল - “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”

এই নামসংকীর্তনের "হরেকৃষ্ণ" শ্লোক টি চৈতন্যদেব কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর □ প্রাচীন কাল হতেই ১০৮টি উপনিষদ কে মান্য করা হয়ে আসছে, সেই ১০৮টি উপনিষদের মধ্যে একটি উপনিষদের নাম ছিল কলিরসন্তরণ উপনিষদ। যার অর্থ "কলিযুগেও সাঁতার কাটা" ।

প্রকৃতপক্ষে "আসল কলিরসন্তরণ উপনিষদ" - এ যজুর্বেদের রুদ্রসূক্ত "শতরুদ্রিয়" ও তার মধ্যে থাকা "নমঃ শিবায়" মহামন্ত্রকে কলিযুগের একমাত্র মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করা আছে।

কিন্তু , চৈতন্যদেব এই কলিরসন্তরণ উপনিষদের নামে আরো একটি কলিরসন্তরন উপনিষদ রচনা করান। যা সম্প্রদায়গত অবৈদিক গ্রন্থ, নাম মাত্র উপনিষদ এটি। এককথায় বলা যায় **"নকল কলিরসন্তরন উপনিষদ"** এটি।

এই নকল কলিরসন্তরণ উপনিষদেই লেখা হয়েছে

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"

চৈতন্যদেব এই "নকল কলিরসন্তরন উপনিষদ"-এর শ্লোকটিকে নিয়ে উল্টে দেন, প্রথমদিকে "হরে কৃষ্ণ" কে নিয়ে আসেন ও শেষে "হরে রাম" করে দেন।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে সাধারন মানুষ বেদ পড়তে পারতেন না, সাধারন মানুষের অধিকার দেয়া হত না, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার বা শোনারও

অধিকার ছিল না। তাই চৈতন্যদেব মধ্যযুগে রচিত নতুন কিছু শ্লোকের দ্বারা তৈরি নকল কলিরসন্তরন উপনিষদ কে ব্যবহার করেন। এই উপনিষদ বেদের কোনো অংশ নয়।

তথাকথিত ব্রাহ্মণবেশধারী অত্যাচারী ব্যক্তিরা দেখলেন যে সাধারণ মানুষ কাল্পনিক "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নাম করছে তাই এটাকে তারা তেমন গুরুত্বই দিলেন না। এর ফল স্বরূপ মানুষ ভগবানের নাম শোনার জন্য এই দলে সামিল হতে থাকে।কারন সেই সময়ে সঠিক বেদজ্ঞানের সাথে ভগবানের ভক্তি করার উপায় ছিল না ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জন্য। তাই তারা চৈতন্যদেবের প্রচার করা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কেই ঈশ্বরের নাম ভেবে ভক্তির সহিত তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে থাকেন ও পরবর্তী কালে চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তিতে তাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে প্রচার করতে থাকে। এই ভাবেই তিনি মহাপ্রভুতে পরিনত হয়ে কৃষ্ণ অবতার বলে পরিচিত হতে থাকেন সমাজে। এইভাবেই হরে কৃষ্ণ মন্ত্র হয়ে ওঠে লোকবিশ্বাস মতে, মহানাম।

চৈতন্য দেব যদি এটা নিপীড়িত মানুষের জন্য এমন হরে কৃষ্ণ নামক ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর প্রচার করে থাকে তাহলে আপনারা আপত্তি কেন করছেন???

উত্তর: এটা তৎকালীন সময়ে মানুষের জন্য করা হয়েছিল, ঠিক কথা। কিন্তু বর্তমানে এই অশাস্ত্রীয় "হরে কৃষ্ণ" কে বিশ্বাস করতে গিয়ে আসল শাস্ত্রের মহামন্ত্র কে অপমান করে চলছে এই সব ভেকধারী বৈষ্ণবেরা।

তারা দিনরাত শিব দুর্গার নিন্দা করছে, সব জায়গায় সব অনুষ্ঠানে "হরে কৃষ্ণ" গাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম তৈরি করছে, তার ফলে শাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন হচ্ছে।

কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে হরে কৃষ্ণ শ্লোক কে বিশ্বাস করেন তবে সেখানে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যারা শাস্ত্রকে না মেনে নিজের ইচ্ছেমতো অশাস্ত্রীয় পথে চলতে থাকেন তাদের কোন গতি হয় না , এটাই ভগবদ্গীতার ১৬তম অধ্যায়ের ২৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে।

তাই শাস্ত্র অনুযায়ী চলতে হবে সনাতনীদের। নিজের আবেগ অনুযায়ী নয়, অশাস্ত্রীয় পথে নয়। কারণ, হরে কৃষ্ণ নামক শ্লোক যে কলিরসন্তরণ উপনিষদ নামক গ্রন্থে আছে তা বেদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি নকল কলিরসন্তরণ উপনিষদ।

Published on: Aug, 04 2023 14:40